81421 - যে কারাবন্দীর সময় জানার সুযোগ নেই তার নামায ও রোজা

প্রশ্ন

প্রশ্ন: যে কারাবন্দী মাটির নীচে অন্ধকার সেলে হাত-পা বাঁধা অবস্থায় রয়েছে, নামাযের সময় জানার তার কোন সুযোগ নেই, রমজান মাস কখন শুরু হবে সে সম্পর্কে তার কাছে কোন তথ্য নেই সে কিভাবে নামায ও রোজা আদায় করবে?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।.

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য।

এক:

আমরা আল্লাহ তাআলার কাছে প্রার্থনা করছি তিনি যেন সকল মুসলিম বন্দীর আশু মুক্তির ব্যবস্থা করেদেন, নিজ করুণায় তাদেরকে ধৈর্য্য-শক্তি ও সান্ত্বনা দান করেন, তাদের অন্তরগুলোআত্মপ্রশান্তি ও একীনদিয়েভরপুর করে দেন এবং মুসলিম উম্মাহকে সঠিক পথের দিশাদেন যে পথে তাঁর প্রিয়ভাজনগণ (আউলিয়াগণ) সম্মানিত হবেন এবং তাঁর শত্রুরা লাঞ্ছিত হবে।

দুই:

আলেমগণ এই সিদ্ধান্তউপনীত হয়েছেন যে,আটক ও কারাবন্দী ব্যক্তি সালাত ও সিয়াম এর দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি পাবে না। বরং তাদের উপর ফরজ হল সময় নির্ধারণে যথাসাধ্য চেষ্টা করা। যদি নামাযেরসময় শুরু হয়েছে মর্মেপ্রবল ধারণা হয়, তবে তিনিসালাত আদায় করে নিবেন। অনুরূপভাবে রমজান মাস শুরু হয়েছে মর্মে তার প্রবল ধারণা হলে তিনিরোজা পালন করবেন।খাবারের সময়গুলো খেয়াল করে অথবা কারাগারের লোকদের জিজ্ঞেস করে তিনি সময় নির্ধারণ করতে পারেন।তিনি যদি সালাত ও সিয়ামেরসঠিক সময় জানার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেন তবে তার ইবাদত সহিহ হবে ও এর মাধ্যমে তিনি দায়িত্বমুক্ত হবেন;যদিও পরবর্তীতে তার কাছেপ্রকাশ পায় যে, তার ইবাদত যথাসময়ে আদায় হয়েছে অথবা যথাসময়ের পরে আদায় হয়েছে অথবা কোন কিছু প্রকাশ না হোক। এর দলিল হচ্ছে- আল্লাহ তাআলার বাণী:

([لاَيُكَلِّفُاللّهُنَفْساًإِلاَّوُسْعَهَا]) [2 البقرة : 286]

“আল্লাহ কারো উপর তার সাধ্যরে অতরিক্তি বোঝা চাপান না।”[২ আল-বাক্বারাহ : ২৮৬]
এবং আল্লাহ তাআলার বাণী:

[لَايُكَلِّفُاللَّهُنَفْساًإِلَّامَاآتَاهَا] [65 الطلاق : 7)

“আল্লাহ যাকে যে পরমিাণ সামর্থ্য দান করছেনে এর অতরিক্তি কোনো ভার তনিি তার উপর আরোপ করনে না।”[৬৫ সূরা আত্ব-ত্বালাক্ব : ৭]

তবে পরে যদি জানতে পারনে য,তনিি ঈদরে দনিগুলোতেরোজাছলিনেতবসে রোজাগুলোকাযা করা তার উপর ওয়াজবি। কারণঈদরে দনিরেরোজা সহহি নয়।যদি পরবর্তীততেনিি নশি্চতিভাবে জানতে পারনে য, তনিি সঠকি সময়রে পূর্বে সালাত বা সয়িাম পালন করছেনে তাহলে সে নামায পুনরায় আদায় করা ওয়াজবি।

আল- মূসূআ আল-ফক্বিহয়িাহ (২৮/৮৪-৮৫)গ্রন্থে রয়ছে:

“অধকিাংশ ফকিাহ-গবষেকরে মত, যার কাছে মাসরে হসিাবসুস্পষ্ট নয়তনিি রমজানরে রোজা পালনরে দায়ত্বি থকেে অব্যাহতি পাবনে না। বরং রোজা পালন তার দায়ত্বিফেরজ হসিবেে থাকব। যহেতেু তার উপর শরয়ি দায়ত্বিন্যস্ত এবংতনিি শরয়ি নর্দিশেরে আওতাভুক্ত।তনিি যদি নজিরে বচিার-বুদ্ধি খাটয়িে রমজান মাস নর্িধারণে যথাসাধ্য চষ্টো করে রোজা রাখা শুরু করনে এক্ষত্রেে তার পাঁচটি অবস্থা হতে পার:

প্রথম অবস্থা:

অস্পষ্টতা অব্যাহত থাকা এবং সঠকি সময় তার নকিটপরষ্কিুট না হওয়া। তার রোজা কি রমজান মাসে পালতি হয়ছে, নাকি রমজানরে আগে পালতি হয়ছে, নাকি পরে পালতি হয়ছে এর কছিুই জানতে না পারা – এ ক্ষত্রেে তার পালতি রোজার মাধ্যমে তার দায়ত্বি খালাস হব, তাকে পুনরায় রোজা রাখতে হবে না। যহেতেু তনিি সাধ্যানুযায়ী চষ্টো করছেনে। অতএব, এর চয়েে বশেি কছিু তার দায়ত্বিে বর্তাবে না।

দ্বতিীয় অবস্থা :

বন্দি ব্যক্তরি রোজা রমজান মাসপোলতি হওয়া-এই রোজারমাধ্যমে তার দায়ত্বি খালাস হব।

তৃতীয় অবস্থা :

বন্দি ব্যক্তির রোজো পালন রমজানের পরে পালিত হওয়া- অধিকাংশ ফিক্বাহবিশেষজ্ঞগণেরমতে এই রোজো পালনের মাধ্যমে তার দায়িত্বখালাস হবে।

চতুর্থ অবস্থা:

এর দু'টি দিক হতে পারে:

প্রথম দিক: তার রোজো রমজানের পূর্বে পালিত হওয়া এবং রমজান শুরু হওয়ার আগে তিনি তা জানতে পারা।এক্ষেত্রেরমজান মাস শুরু হলে তাকে রমজানের রোজো পালন করতে হবে এ ব্যাপারে কোনো দ্বিমত নেই। কারণ নির্ধারিত সময়ে তা পালন করার সামর্থ্য তার রয়েছে।

দ্বিতীয় দিক: তার রোজো রমজানের পূর্বে পালিত হওয়া এবং রমজান শেষে হওয়ার আগে তিনিতা জানতে না পারা।এই রোজো পালন তার দায়িত্ব খালাসের জন্য যথেষ্ট হবে কিনা এই ব্যাপারে দু'টি মত রয়েছে-

প্রথম মত: এই রোজো পালন তার দায়িত্ব খালাসের জন্য যথেষ্ট হবে না। বরং এর কাযাপালন করা তার উপর ওয়াজিব।এটি মালেকী, হাম্বলীমাযহাবের অভিমত এবং শাফেয়ী মাযহাবের নির্ভরযোগ্য মতও এটি।

দ্বিতীয় মত: এই রোজো পালন রমজানের রোজো হিসেবে তার দায়িত্ব খালাসের জন্য যথেষ্ট হবে। যেমনভিবআরাফাতের দিন নির্ধারণের ব্যাপারে যদি সন্দেহ দেখা দেয় এবং হজ্জযাত্রীগণআরাফার দিনের পূর্বেইআরাফাতে অবস্থান নেন তবে তাদের হজ্জ শুদ্ধ হবে– এটি শাফেয়িমাযহাবের কিছু কিছু আলেমের অভিমত।

পঞ্চম অবস্থা:

"তারকিছু রোযা রমজান মাসে এবং কিছু রোজো রমজানের পরে পালিত হওয়া।যে রোজোগুলো রমজান মাসেঅথবা রমজানের পরে পালিত হয়েছেসেগুলো তার দায়িত্ব খালাসের জন্য যথেষ্ট হবে। আর যে রোজোগুলো রমজান মাসেরআগে পালিত হয়েছে সেগুলো তার দায়িত্ব খালাসের জন্য যথেষ্ট জন্য হবে না।" সমাপ্ত

দেখুন- আল-মাজমূ (৩/৭২-৭৩), আল-মুগনী (৩/৯৬)

আল্লাহই সবচেয়ে ভালো জানেন।